ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

টাইগার থ্রি'র ট্রেলারে অ্যাকশন অবতারে সালমান-ক্যাটরিনা জুটি

পৃঃ ৫

বিশ্বের শীর্ষ ধনী ফুটবলার রোনালদো

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৮৯ ● কলকাতা ● ০২ কার্ত্তিক, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ২০ অক্টোবর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

বাংলা ,হিন্দি ,ইংরেজি তিনটি ভাষায়

দৈনিক " ই " পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার একাই একশো হয়ে সবার নজর কেড়েছেন

লিখছেন - রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত, আশির্বাদ ধন্য, জাতীয় সম্মানিত, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন , ও শান্তির দূত সম্মানীত শিল্পী এবং সাংবাদিক রূপে সম্মানীত স্বপন দত্ত বাউল : নিউজ সারাদিন, আত্ম শুদ্ধি , দ্যা ইন্টারন্যাশনাল প্রেস নামে বাংলা ,হিন্দি , ইংরেজি তিনটি ভাষায় দৈনিক " ই " পেপারের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন একাই একশো হয়ে প্রতিদিন তিনটি ভাষায় দৈনিক " ই " পত্রিকা প্রকাশ করে । অনেকেই বলেন আমরা একটা পেপার চালাতেই হিমশিম খাচ্ছি মৃত্যুঞ্জয় সরদার কি করে একাই তিনটি ভাষায় দৈনিক "

এরপর ৩ পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে আগামী ২০শে অক্টোবর থেকে ২৪শে অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ "দুর্গা পূজা" উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে, তাই ২১শে অক্টোবর থেকে ২৫শে অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশন হবে না। আগামী ২৬শে অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক

বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান?

১০৪টি পুজো কমিটিকে পুরস্কৃত করল রাজ্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চমীর বিকেলে প্রকাশিত হল রাজ্য সরকারের দুর্গাপূজার সেরা সম্মান আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা হল বিশ্ববাংলা শারদ সম্মানের তালিকার। কলকাতা ওটা পার্শ্ববর্তী এলাকা অর্থাৎ দক্ষিণ দমদম বরানগর বিধান নগর হাওড়া কর্পোরেশনের অধীনে বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান মোট ১০৪ টি পুজো কমিটিকে দেওয়া হচ্ছে। এদিন তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয় রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের তরফে।

মূলত সেরার সেরা ,সেরা মণ্ডপ, সেরা প্রতিমা, সেরা সাবেকি পুজো, সেরা পরিবেশবান্ধব, সেরা ভাবনা, বিশেষ পুরস্কার ও সেরা থিম সং এই ক্যাটেগরিগুলিতে বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান তুলে দেওয়া হয়েছে।কার্নিভালের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই নিতে শুরু করেছে রাজ্য সরকার। গোটা রেড রোড জুড়ে কয়েক হাজার দর্শক বসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পুজোর উদ্বোধন ভার্চুয়ালি করলেও রেড রোডে সশরীরেই উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই তিনি তা নিজেই জানিয়েছেন।সেরার সেরা দেওয়া হয়েছে ৩৭ টি পূজো কমিটিকে, সেরা মণ্ডপ পাঁচটি পুজো কমিটিকে, সেরা প্রতিমা পাঁচটি পুজো কমিটিকে, সেরা সাবেকি পুজো দুটি, সেরা পরিবেশবান্ধব ১৩টি, সেরা ভাবনা ১৮ টি, বিশেষ পুরস্কার ২৩ টি ও সেরা থিম সং ১ টি পুজো কমিটিকে দেওয়া হয়েছে।এছাড়াও, কলকাতা ছাড়া বাকি ২২টি জেলের পুজো কমিটিকেও সেরা পুজো, সেরা প্রতিমা, সেরা মণ্ডপ এবং সেরা সমাজ সচেতনতা এই বিভাগগুলিতে বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান তুলে দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ইউনেস্কোর তরফে কলকাতার দুর্গাপুজোকে বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।গত ১২ অক্টোবর ভার্চুয়াল মাধ্যমে

এরপর ৩ পাতায়

রাজস্থানের প্রার্থী তালিকা

এখনও ঘোষিত হয়নি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দলীয় কোন্দলই কি রাজস্থানে ডোবাবে কংগ্রেসকে? ভোটের বাকি আর মাসখানেক। এখনও গেহলট এবং পাইলটের দ্বন্দ্বের জেরে রাজস্থানের প্রার্থী তালিকাই ঘোষণা করতে পারেনি হাত শিবির। এবার অশোক গেহলট যা বললেন, তাতে কংগ্রেস শিবিরে টানাপোড়েন আরও বাড়তে পারে।গেহলটের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর কুরসি তাঁকে ডাকছে। অর্থাত বৃদ্ধ রাজপুত বকলমে বুঝিয়ে দিলেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরলে ওই কুরসির দাবিদার তিনিই। এখন গেহলটের এই মন্তব্যে পাইলট শিবির যে ফের গোঁসা করবে না, সেটা কে বলতে পারে?একই সঙ্গে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশড়, তেলেঙ্গানা, মিজোরাম এবং রাজস্থানের ভোট ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন । এর মধ্যে রাজস্থানের ভোট হবে ২৫ নভেম্বর। এই পাঁচ রাজ্যের মধ্যে চার রাজ্যেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। কিন্তু রাজস্থানের প্রার্থী তালিকা এখনও ঘোষিত হয়নি। বুধবার দিনভর বৈঠকের পরও প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা যায়নি। নেপথ্যে পাইলট-গেহলট দ্বন্দ্ব।

মুখ্যমন্ত্রিত্বের পদ নিয়েই মূল বিবাদ শচীন পাইলট এবং অশোক গেহলটের । কংগ্রেস এবার সরকারিভাবে রাজস্থানের জন্য কোনও মুখ্যমন্ত্রীর মুখ ঘোষণা করেনি। কিন্তু বকলমে গেহলট বুঝিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরলে মুখ্যমন্ত্রী তিনিই হবেন। এদিন সেই একই ইঙ্গিত গেহলট দিলেন। তিনি এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে হাসির ছলে বলে দিলেন, আমি মুখ্যমন্ত্রীর কুরসি ছেড়ে দিতে চায়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর পদ আমাকে ছাড়তে চায় না।

Sarberia An-Noor Mission

Vill- Sarberia, P.O.- F.S.Hat, P.S.- Nazat, Dist.- 24 Pgs(N), PIN- 743329
E-mail: sarberia.annoor.mission@gmail.com, Contact No.-9732531171

পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনির (বিজ্ঞান ও কলা)বিভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মোস্তাক আহমেদ
(কর্ণধার, পতাকা শিল্পগোষ্ঠি)
প্রধান পৃষ্ঠপোষক

সেখ নুরুল হক
(Ex. IAS)
Chairman, Academic Council

জাকির হোসেন মোল্লা
(সাধারন সম্পাদক)

প্রিয় অভিভাবক/অভিভাবিকা,

আপনার সন্তানের সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য জি. ডি. সার্কেল- এর অন্তর্ভুক্ত সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন - এর ম্যানেজমেন্ট কোটার ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় (মিশন্স অ্যাডমিশন টেস্ট) MAT:-2024 পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে।

ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম বিতরণ চলছে

(পঞ্চম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী)

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ২২ শে অক্টোবর, ২০২৩
পরীক্ষার তারিখঃ- ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৩ রবিবার দুপুর ১২ টা
পরীক্ষার ফলাফলের তারিখঃ- ৫ ই নভেম্বর, ২০২৩
কাউন্সিলিং – এর তারিখ – ৮, ৯ ও ১০ ই নভেম্বর- ২০২৩

এক নজরে আমাদের ফলাফল – 2023

BOARD/COUNCIL		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী	২৮	১২	১৬	.....	৪৫২ (৯০.৪%)
	ছাত্র	২৬	০৬	২০	.....	৩৯৬ (৭৯.২%)
সর্বমোট		৫৪	১৮	৩৬	.....	...

পরীক্ষাকেন্দ্র
১) সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন (বালক-বালিকা বিভাগ)- সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৫৬৪০১১৯০৬
২) হরনগর আল মাসুম মডেল মিশন – হরনগর, থানা- নাকাশিপাড়া, নদীয়া, দূরাভাষ -৯৬৪১৭৩৯০৯০ / ৯১৫৩৯৩২৯০৬
৩) রোজ হ্যাভেন্স স্কুল – দঃ মাখালতলা (নেয়ার গাজী বাবার মাজার, ঘুটিয়ারী শরীফ), জীবনতলা, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৭০২৯৫৯২৯৫৪
৪) ইসহাকিয়া মডেল একাডেমী – পশ্চিম মানিকতলা, গোকর্নি, মগরাহাট, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৯৩২৭৫৫১৫২ / ৯৬০৯১১৭১১৫
৫) মানিকহার এস. এস. হাই স্কুল - গ্রাম +পোঃ- মানিকহার, জেলা – মুর্শিদাবাদ, দূরাভাষ- ৯৯৩৩৯৯৮৮৬৮ (সফিউর রহমান)

ফর্ম বিতরণ কেন্দ্র
১) সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন (বালক – বালিকা বিভাগ), সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৯৫৬৪০১১৯০৬
২) আদর্শ শিশু নিকেতন – ভাঙনখালি, কলতলা মোড়, বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৮১৪৫২৫০০৮০
৩) আরফান আলি বিশ্বাস – দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া, দূরাভাষ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬
৪) ভারত মেডিকেল হল – সরবেড়িয়া, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫
৫) মামনি সুইটস্ – কুড়ালি বাজার, বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৮৪৩৬৪৫৭১০১
৬) হরনগর আল মাসুম মডেল মিশন – হরনগর, থানা – নাকাশিপাড়া, জেলা - নদীয়া, দূরাভাষ – ৯৬৪১৭৩৯০৯০ / ৯১৫৩৯৩২৯০৬
৭) রোজ হ্যাভেন্স স্কুল – দঃ মাখালতলা (নেয়ার গাজী বাবার মাজার, ঘুটিয়ারী শরীফ) বাঁশরা, জীবনতলা, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৭০২৯৫৯২৯৫৪
৮) ইসহাকিয়া মডেল একাডেমী – গ্রামঃ- পশ্চিম মানিকতলা, পোঃ- গোকর্নি, থানাঃ- মগরাহাট, জেলাঃ- দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৯৩২৭৫৫১৫২ / ৯৬০৯১১৭১১৫
৯) মানিকহার এস. এস. হাই স্কুল – গ্রাম + পোঃ- মানিকহার, জেলাঃ- মুর্শিদাবাদ, দূরাভাষ – ৯৯৩৩৯৯৮৮৬৮ (সফিউর রহমান)

Boys' Campus
Girls' Campus

Visit our official website: annoormission.org

পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা ও গণিত বিষয়ে আবাসিক শিক্ষক–শিক্ষিকা প্রয়োজন। সত্বর Resume mail - করুন

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

ভর্তি চলছে

● ২০২৪শিক্ষাবর্ষের নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন ৬ই ডিসেম্বর বুধবার ২০২৩ থেকে শুরু হবে।

● আসন সংখ্যা সীমিত।অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময়- সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা।
যোগাযোগ-
9083249944 / 9083249933 / 9083249922

পঞ্চমী-ষষ্ঠীতেও

মেট্রোই হোক আপনার সফরসঙ্গী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পুজো মানেই নতুন জামাকাপড় আর প্যান্ডেল হপিং। তবে অনেকেই পুজোয় ভিড় ঠেলে ঠাকুর দেখতে পছন্দ করেন না। বিগত কয়েক বছরগুলিতে দেখা গেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ কলকাতায় আসেন ঠাকুর দেখতে। এর ফলে রাস্তাঘাটে সৃষ্টি হয় মাত্রারিক্ত যানজটের। কিন্তু সড়কপথে যানজট থাকলেও, পাতাল পথে কিন্তু আপনারা সহজেই প্যান্ডেল হপিং সারতে পারেন।এই দুইদিন কবি সুভাষ থেকে দমদমের উদ্দেশ্যে এবং দমদম থেকে কবি সুভাষের উদ্দেশ্যে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ১০:৫৫ মিনিটে। রাত ১০টা ৩৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ ও রাত ১০টা ৪০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার শেষ মেট্রো ছাড়বে। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত শেষ মেট্রো হচ্ছে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ ভোর ৩টে ৪৮ মিনিটে আর কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর ভোর ৩টে ৪৮ মিনিটে। কলকাতা মেট্রো পুজোর কটা দিন বিশেষ পরিষেবা দেবে যাত্রীদের। এমনকি সারারাত চলবে মেট্রো। ভোর ৬টা ৫০ মিনিট থেকে মেট্রো পরিষেবা শুরু হবে পঞ্চমী ও ষষ্ঠীর দিন। পঞ্চমী ও ষষ্ঠীর দিন দমদম ও কবি সুভাষ থেকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে ভোর ৬ঃ৫০ মিনিটে। অন্যদিকে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬.৫৫ মিনিটে।

সকাল সাতটায় দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে কবি সুভাষ যাওয়ার জন্য। অর্থাত একদম সকাল থেকেই দর্শনার্থীরা বেরিয়ে পড়তে পারবেন প্যান্ডেল হপিং এর জন্য। পুজোর বাকি দিনগুলোর মতো ২৮৮টি (১৪৪টি আপ এবং ১৪৪টি ডাউন) মেট্রো চলাচল করবে পঞ্চমী ও ষষ্ঠীর দিন।

দমদম থেকে কবি সুভাষ ভোর ৪টে ও কবি সুভাষ থেকে দমদম ভোর ৪টে। দশমীর দিন কবি সুভাষ, দমদম, দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে দুপুর একটায়। দশমীর দিন দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ যাওয়ার শেষ মেট্রো রাত ৯টা ৪৮, রাত ৯টা ৫০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর, রাত ১০টা দমদম থেকে কবি সুভাষ ও রাত ১০টা কবি সুভাষ থেকে দমদম যাওয়ার শেষ মেট্রো ছাড়বে।

কয়লামন্ত্রক চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে

৫০০ মিলিয়ন টন কয়লা পরিবহণ করে রেকর্ড করেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কয়লামন্ত্রক গ্রাহকদের জন্য ১,০১২ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদন ও পাঠানোর লক্ষ্য স্থির করেছে। মন্ত্রক ২০২৩-এর ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত ৫০০ মেট্রিকটন কয়লা পাঠিয়ে রেকর্ড সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বছরের প্রথমার্ধে বর্ষাকাল সত্বেও ২০০ দিনে ৫০০ মেট্রিকটন কয়লা প্রেরণ অসাধারণ সাফল্য। বছরের দ্বিতীয়ার্ধে উৎপাদন এবং প্রেরণ সাধারণত প্রথমার্ধের থেকে বেশি হয়। সেই জন্য আশাকরা যায় এবছর কয়লা প্রেরণের পরিমাণ এক বিলিয়ন টন ছাড়িয়ে যাবে। গত অর্থবছরে ৫০০ মেট্রিকটন কয়লা প্রেরণের মাইলফলক অর্জিত হয়েছিল ২০২২ -এর ৯ নভেম্বর। তাই বর্তমান অর্থবছরে ৫০০ মেট্রিকটন প্রেরণের মাত্রা অর্জন করা গেছে ২৩ দিন আগেই। এটি উল্লেখযোগ্য, ৫০০ মেট্রিকটন কয়লার মধ্যে ৪১৬.৫৭ মেট্রিকটন কয়লা পাঠানো হয়েছে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে এবং ৮৪.৭৭ মেট্রিকটন পাঠানো হয়েছে অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রে। কয়লা পরিবহণের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৭.২৭ শতাংশ এবং অবিধিবদ্ধ ক্ষেত্রে বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৩৮.০২ শতাংশ। গত অর্থবছরে ২০২৩-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৮৯৩.১৯ মিলিয়ন টন কয়লা পাঠানো হয়েছিল। কয়লা মন্ত্রকের এই ঐতিহাসিক সাফল্যে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড (সিআইএল), সিঙ্গারেনি কোলিয়ারিজ (এসসিসিএল) এবং নিজস্ব / বাণিজ্যিক খনিগুলি সকলেরই অবদান আছে।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস্টেক্সের

গ্লোবাল শোরুমের সংখ্যা ৩৩৩-তে পৌঁছেছে

- FY24-এ শোরুমের শক্তি 365-এ উন্নীত করার লক্ষ্য রাখে
- ভারতে দিল্লি, হরিয়ানা, গুজরাট এবং মধ্যপ্রদেশে একযোগে চারটি স্টোর চালু করেছে

Kolkata, 17th October 2023: নিউজ সারাদিন : বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সোনার গহনা বিক্রেতা মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস, দিল্লির রাজৌরি গার্ডেন, হরিয়ানার আম্বালা, গুজরাটের ভাবনগর এবং মধ্যপ্রদেশের জবলপুরে অবস্থিত চারটি শোরুম একযোগে চালু করার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শোরুমের সংখ্যা ৩৩৩-তে নিয়ে গেছে।

এম.পি. আহমেদ, চেয়ারম্যান, মালাবার গ্রুপ, আশের ও, ম্যানেজিং ডিরেক্টর - ইন্ডিয়া অপারেশনস, মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস, শামলাল আহমেদ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর - ইন্টারন্যাশনাল অপারেশনস, মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস, এ.কে. নিশাদ গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক, মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস, পি. কে. সিরাজ, রিটেইল অপারেশনস হেড (বাকি ভারত), মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস এবং অন্যান্য পরিচালক এবং শীর্ষ ব্যবস্থাপনা দল-এর সাথে ভার্চুয়ালি শোরুমের উদ্বোধন করেন।

ভারতে খুচরা সম্প্রসারণের এই সর্বশেষ পর্যায়ের পর, মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস-এর এখন দিল্লিতে ১১টি শোরুম, হরিয়ানায় ৫টি শোরুম, গুজরাটে ৭টি শোরুম এবং মধ্যপ্রদেশে ৪টি শোরুম রয়েছে।

মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস এর লক্ষ্য আর্থিক বছর ২৪-এ বিশ্বব্যাপী শোরুমের সংখ্যা ৩৬৫-তে উন্নীত করা। ১১টি দেশে এর রিটেইল রয়েছে। গ্রুপটি ইউরোপ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশে শোরুম খোলার তোড়জোড় করছে।

একযোগে চারটি শোরুম চালুর বিষয়ে মন্তব্য করে মালাবার গ্রুপের চেয়ারম্যান এম.পি. আহমেদ বলেন, "বিশ্বব্যাপী শোরুমের সংখ্যা ৩৩৩-এ উন্নীত করা আমাদের জন্য গর্বের ও আনন্দের বিষয়। আমাদের ডিজাইনের বহুমুখিতা যা ক্রমবর্ধমান গ্রাহকের সংবেদনশীলতা এবং গুণমান, স্বচ্ছতা এবং শীর্ষ-শ্রেণীর গ্রাহক অফার করার প্রতিশ্রুতিকে পুরোপুরি পূরণ করে। পরিষেবাগুলি আমাদের ভারত এবং তার বাইরের গহনা ক্রেতাদের মধ্যে প্রিয় জুয়েলার করে তোলে। আমাদের ৩০ তম বার্ষিকীর একটি অংশ হিসাবে, আমরা আরও বেশি সংখ্যক গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমাদের উপস্থিতি আরও প্রসারিত করছি। আমরা আমাদের মূল্যবান গ্রাহক, বিনিয়োগকারী এবং আমাদের কর্মীদের অব্যাহত সমর্থন ও উৎসাহের জন্য কৃতজ্ঞ।"

শ্রী সমীরেশ্বরের নিতে হাতে বানান মা দুর্গা দর্শন করতে
বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘে এলেন কলকাতার কনসুলেট জেনারেল ড্যানিয়েল প্যামফেলো

সুন্দরবনের মৎস্য জীবি ৫০০ জনের হাতে

নতুন পোষাক তুলে দেন কাঁটামারী বালক সংঘ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দীর্ঘদিন যাবত প্রতি বৎসর কাঁটা মারী বালক সংঘ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কুলতলী ব্লকের মৎস্যজীবী কৃষিজীবী পরিযায়ী শ্রমিক ঘরের ছাত্র-ছাত্রী ছেলেমেয়েদের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের, এদের মধ্যে অনেক পরিবারের উপার্জন কারী ব্যক্তিকে বাঘে নিয়ে গেছে এদের অসহায় বিধবা স্ত্রী পুএ কে ও যারা ভিক্ষে করে খায় পূজার সময় জামা কাপড় কিনতে পারেনা সেই অসহায় মানুষ কে কাঁটামারী বালক সংঘ শীতের সময় কম্বল প্রভৃতি বিভিন্ন দানী ব্যাক্তিদের কাছে দান সংগ্রহ করে এই অসহায় মানুষ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিতরন করেন কাঁটামারী বালক সংঘের সম্পাদক সমতুল নস্কর ও সদস্যবৃন্দ।

এবৎসর ও একিভাবে সুন্দরবন জঙ্গলে মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের কবলে প্রান গেছে ও পরিযায়ী শ্রমিকের ছেলে মেয়ে বিধবা স্ত্রী বাবাদের শাড়ী,ধুতি,লুঙ্গি জামা সহ মোট ৫০০ জনের হাতে নতুন পোষাক তুলে দেন এই ক্লাবের কর্নধার সমতুল নস্কর, এই সমাজ সেবার কাজের পেরনা কোথায় পেয়েছেন সমতুল বাবুকে জানতে চাহিলে তিনি বলেন আমি খুব অভাবে বড় হয়েছি না খেয়ে পড়াশোনা করেছি বিনা চিকিৎসায় সাপের কামড়ে আমার ছোট বোন ও বাবাকে মরতে দেখেছি। সেই মৃত্যু থেকে সমাজ সেবার চেতনা পেয়েছি।সেই থেকে কাঁটামারী বালক সংঘ প্রতিষ্ঠা করে বিবিধ সমাজ সেবার কাজ করি।২০১৭-২০১৮ সালে ভারত সরকারের যুবমন্ত্রালয় এর বিচারে দঃ২৪ পরগনার শ্রেষ্ঠ ক্লাবের এ্যাওয়াড পায় , কাঁটামারী বালক সংঘ একটি ভ্রামমান সংস্থা বর্তমান একটি বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল চলে পাচার রোধ,পরিবেশ রক্ষা স্বাস্থ্য রক্ষা সহ বিবিধ প্রজেক্টে কাজ করে আগামী দিনে মানুষের পাশে আরো বৃহৎ কাজ করবেন বলে মনে করেন এলাকার মানুষ জন।

অবশেষে জিতে গেলেন কুন্তল! ডিভিশন বেঞ্চে

খারিজ হয়ে গেল বিচারপতি অমৃতা সিনহার রায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত কুন্তল ঘোষ। বুধবার এই মামলায় কুন্তলের পক্ষেই রায় দিলেন বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। এদিন ডিভিশন বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দেয় কুন্তল ঘোষের বক্তব্যও শুনতে হবে।প্রসঙ্গত, গত আগস্ট মাসে কুন্তলকে নিজের চেম্বারে ডেকে তার সমস্ত অভিযোগ শুনেছিলেন বিশেষ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায়। তারপরই, কুন্তলের এই অভিযোগ নিয়ে সিবিআই এবং কলকাতা পুলিশকে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ এসেছিল। এই নিয়ে তদন্তও শুরু হয়। তবে পরে হাইকোর্টে গিয়ে নিম্ন আদালতের নির্দেশের বিরোধিতা করে সিবিআই। সিঙ্গল বেঞ্চকেই তার অভিযোগ শুনতে হবে। অর্থাত বিচারপতি সিনহার এজলাসে ফেরত গেল কুন্তল ঘোষের মামলা।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতির অন্যতম অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষের দাবি ছিল, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি এবং সিবিআই আধিকারিকরা তার উপর নির্যাতন করেছে। ক্রমাগত তাকে হেনস্থা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন তৃণমূলের বহিস্কৃত যুবনেতা কুন্তল। গত এপ্রিল মাসে এই অভিযোগ করে প্রথমে নিম্ন আদালতের বিচারকের কাছে চিঠি জমা দেন কুন্তল।

এখানেই শেষে নয় পরে এই নিয়ে জেল সুপারের মাধ্যমে হেস্টিংস থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। এরপর চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে আলিপুর সিবিআই আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায় সিবিআই এবং কলকাতা পুলিশকে যৌথভাবে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পাশাপাশি ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে ওই রিপোর্ট দিতে হবে বলেও সেইসময় সাফ জানিয়েছেন বিচারক।

এরপর গত ১৪ সেপ্টেম্বর বিশেষ আদালতের এই নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে কলকাতা হাইকোর্ট ।মামলার তদন্ত বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। এরপর তদন্তের পক্ষে সওয়াল করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ জেলবন্দি কুন্তল ঘোষ। কেন তার পক্ষের বক্তব্য না শুনেই কলকাতা হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দিয়েছে, এই প্রশ্নেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন কুন্তল।

তার পক্ষের বক্তব্য শুনতে হবে, এই আর্জি নিয়েই হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেনের এজলাসের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কুন্তল। শুধু তাই নয়, কুন্তলের আরও আর্জি সিবিআই ও কলকাতা পুলিশকে এই নিয়ে যৌথ তদন্ত চালানোর যে নির্দেশ বিশেষ আদালত দিয়েছিল, তা পুনর্বহাল করতে হবে।

সিবিআই এর যুক্তি ছিল, ধৃত গ্রেফতারির এতদিন কেন অভিযোগ সামনে আনছেন, যে সময়ে হেনস্থা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলছেন, সেই সময় কোর্টে এই বিষয়ে কিছুই বলেননি কুন্তল। পাশাপাশি বিচারকের ক্যামেরা-হীন চেম্বারে অভিযুক্তকে ডেকে কেন অভিযোগ শোনা হল, সেই বিষয়ও তুলে ধরেন গোয়েন্দারা।

সমস্ত বিষয় শোনার পর সিবিআই বিশেষ আদালতের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বিচারপতির সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ জেলবন্দি কুন্তল। এদিন কুন্তল মামলায় ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, অত্যাচারের অভিযোগ মিথ্যা হতেই পারে, কিন্তু সেটাও খতিয়ে দেখা উচিত।

১-ম পাতার পর

বাংলা ,হিন্দি ,ইংরেজি তিনটি ভাষায় দৈনিক " ই " পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার একাই একশো হয়ে সবার নজর কেড়েছেন

ই " পেপার জনগণকে উপহার দিচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে তার বক্তব্য জনসমাজে তুলে ধরছি। মৃত্যুঞ্জয় বলেন চারিদিকে জেলায় জেলায় আমার বহু সংবাদ দাতা দের সঙ্গে যোগাযোগ ভালো সম্পর্ক থাকার ফলে উনি ঘরে বসেই পেপারে খবর করার জন্য সব খবর পেয়ে যান । কোথাও মাঠে ঘাটে গ্রামে গঞ্জে শহরে তাকে ঘুড়ে বেড়াতে হয় না। চারিদিকের সংবাদদাতারা মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে এতটাই ভালোবাসেন যে তারা ভালোবাসার ডালি ভরে খবর পৌঁছে দেন ইন্টারনেটে। এমনকি দিল্লী থেকেও তার কাছে প্রতিদিনের সব খবরই চলে আসে। বিভিন্ন সংবামাধ্যমের সংবাদদাতা দের সাহায্য পেয়ে সারাদিন ধরে তিন তিনটি ভাষায় দৈনিক " ই "পেপারের কাজ চালিয়ে যান। সাংবাদিকতায় এতটাই দক্ষ হয়ে উঠেছেন যে তিনি পেপারের কাজটার বেশির ভাগটাই নিজে করেন । তিনটি " ই "পেপার বার করতে অনেক কষ্ট হয়। আর্থিক অভাব, বাধা বিপত্তি বিপদ সবসময় তাকে ঘিরে আছে কোনো মতেই পিছু ছাড়ে না। তবুও নেশা আমি সাংবাদিকতা করব এই নেশা থেকেই জীবন ধারনের জন্য আস্তে আস্তে সাংবাদিকতাকে পেশায় নিতে বাধ্য হয়েছেন। পেশা হিসেবে নিলেও বিজ্ঞাপন দুএকটা তেমন বিজ্ঞাপণ নেই। সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় না। পেপারের হার্ড কপি সবসময় আর্থিক অভাবের জন্য বার করতে না পারার জন্য পেপার বিক্রি করে অর্থ উপার্জন সেটাও হয় না। সুতরাং সাংসারিক জীবনে আর্থিক কষ্টের মাঝেও তিনি নিজের উদ্যোগেই আর্থিক অভাব থাকা সত্বেও তিনটি দৈনিক " ই "পেপার কে এখুনো চালিয়ে যাচ্ছেন যা দেখে অনেকেই বলেন মৃত্যুঞ্জয় সরদার ভাই সাংবাদিকতায় তোমার জুড়ি মেলা ভার। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ক্যানিং সংলগ্ন ১৮ বাকি অঞ্চলের হেদিয়া গ্রামের পঞ্চায়েত এলাকায় বনেদীয়ানা সরদার পরিবারের ছেলে মৃত্যুঞ্জয় সরদার। মৃত্যুঞ্জয় বলেন সাংবাদিকতায় আমি সবসময়ই সত্যকে তুলে ধরি মিথ্যার সঙ্গে অন্যায়ের সঙ্গে কখনো আপস করি না, তাই পদে পদে আমার বিপদ আমাকে সব সময় গ্রাস করতে চায় আমার সাংবাদিকতা কে দমানোর জন্য। কখনো আমার পুকুরে বিষ দিয়ে সব মাছ মেরে দিচ্ছে আবার কখনো কখনো আমাদের জায়গা জমি সব কেড়ে নেওয়ার জন্য অত্যাচার করছে নানাদিক থেকে নানা ভাবে। মৃত্যুঞ্জয় আরো বলেন আমার জীবনের তো কোনো নিরাপত্তা নেই আমার পরিবারের সকলেই নিরাপত্তার অভাবে আমরা দিন কাটাচ্ছি। কখন অত্যাচার কি ভাবে আমার উপর ও আমার পরিবারের উপর নেমে আসে। দোষ না করেও কারো কোনো ক্ষতি না করেও সমাজের সত্য ঘটনা তুলে ধরার জন্যই সব সময়ই একটা ভয়ে ভয়ে জীবন কাটাতে হচ্ছে কখন কে কিভাবে কোন ক্ষতির মাধ্যমে নির্যাতন করে। কিছু অসামাজিক লোক তারা রাজনৈতিক মদতে নিজেরা বলীয়ান হয়ে এই রকম নানা ভাবে আমার ও আমার পরিবারের উপর ক্ষতি করার চেষ্টা বহুদিন ধরেই চালিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র ভগবান আমার সহায় বলেই মনে হয় আমি আজও শত বাধা অগ্রাহ্য করে শত বিপদ কাটিয়ে নিজের উদ্যোগেই একাই তিন তিনটি ভাষায় দৈনিক " ই "পেপারের কাজ করে মানুষের মাঝে সোশ্যাল নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে উপস্থিত করে সকলেরই ভালবাসা পাচ্ছি। শুধু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ক্যাণিং নয় বিভিন্ন নামি দামি ব্যাক্তির কাছে প্রতিদিন নিউজ সারাদিন বাংলা পত্রিকা, আত্মশুদ্ধি হিন্দী পত্রিকা, দ্যা ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইংরেজী পত্রিকা দেশে বিদেশে পৌঁছে যাচ্ছে ইন্টারনেটে, বিভিন্ন ব্যাক্তির ফোনে হোয়াটসঅ্যাপে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ও মেল আইডি তে । আমার সাধনা, নিষ্ঠা সততা দেখে অসংখ্য নামী দামী ব্যাক্তিত্ব আমার তিনটি দৈনিক পেপার চারিদিকে পোষ্ট , ও শেয়ার করে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে। এটা শুধু আমার কৃতিত্ব নয় ভগবানের ও আমার মা, বাবার আশির্বাদ, এবং জনগণের ও পাঠকের বুক ভরা ভালোবাসার জন্যই আজ আমি দৈনিক " ই "পেপার তিনটি ভাষায় তৈরী করে বাংলার মানুষকে ও পাঠকদের উপহার দিতে পারছি এবং ভবিষ্যতে ও পারব এটা আমার সততার জন্যই আমার নিজের মনে ভরসা আছে । মৃত্যুঞ্জয় সরদারের মনবল সাহস ,সততা, নিষ্ঠা , অন্যায়ের সঙ্গে কোনো রকম আপস করেন না , তার এই মহতী উদ্যোগ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি প্রতিদিনই দৈনিক তিন তিনটি " ই "পেপার জনসমাজে প্রকাশ করে চলেছেন। জনসমাজের ঘরে ঘরে খবর পৌঁছে দিয়ে মহতী কাজ করে চলেছেন যা দেখে অনেকেই বলেন শোনো নিজের সততা আর মনো বল এবং সাহসের জোরে শত বাধা বিপদ তুচ্ছ করে ক্যানিং সংলগ্ন হেদিয়ার সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার আজ একাই একশো।

পঞ্চায়েতের বোর্ড ভাঙার নির্দেশ দিল হাই কোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বোর্ড গঠনের সভার আগে পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে সিপিএমের এক জয়ী সদস্যকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। বামেরা অভিযোগ করে, বিরোধীদের সঙ্গে জোট বেঁধে তাঁরা যাতে পঞ্চায়েতের বোর্ড গড়তে না পারে, সে জন্য ওই 'চাল' চেলেছিল তৃণমূল। এর প্রতিবাদে তারা হাই কোর্টেরও দ্বারস্থ হয়। বুধবার ছিল সেই মামলার শুনানি।হা ইকোর্টের রায়ের বিষয়ে সিপিএমের জেলা সম্পাদক নিরঞ্জন সিহি বলেন, "শেখ আব্দুল জব্বরকে পুরনো মামলায় অভিযুক্ত হিসাবে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। জব্বর আমাদের প্রধান পদ প্রার্থী ছিলেন। স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক, বিডিও এবং পুলিশ চক্রান্ত করে প্রধান নির্বাচনের সভা থেকে ওঁকে গ্রেফতার করে। আদালতের রায়ে তৃণমূলের পঞ্চায়েত বোর্ড অবৈধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আদালতের রায়ে গণতন্ত্রের জয় হয়েছে।" এ বিষয়ে হইকোর্ট তৃণমূলের তমলুক সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সৌমেন মহাপাত্র বলেন, "হাই কোর্টের রায় শুনেছি। আমরা আইনকে মান্য করি। উর্দ্ধতন নেতৃত্ব যা নির্দেশিকা দেবেন, সেই অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।''তাতে হাই কোর্ট জানিয়েছে, নন্দকুমার ব্লকের শীতলপুর পশ্চিম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড ভেঙে দিতে হবে। তৈরি করতে হবে নয়া বোর্ড।

এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে শীতলপুর পশ্চিম পঞ্চায়েতের ২৩টি আসনের মধ্যে ১১টি আসনে জয়লাভ করে তৃণমূল। বিজেপি পাঁচটি, সিপিএম পাঁচটি, এবং বামফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল দু'টি আসন পায়। তৃণমূল সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেলেও সেখানে বামেরা বিরোধীদের সমর্থন নিয়ে বোর্ড করতে উদ্যোগী হয়েছিল বলে সে সময় খবর সামনে আসে। গত ১১ অগস্ট ছিল পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচনের সভা। সভায় তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম এবং নির্দল সদস্যরা উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রধান নির্বাচনের সভা শুরুর ঠিক আগেই অফিসে আসে নন্দকুমার থানার পুলিশ। তারা পঞ্চায়েত ভোট গ্রহণের কয়েকদিন আগে একটি গোলমালের ঘটনার অভিযুক্ত হিসেবে সিপিএম পঞ্চায়েত সদস্য শেখ আব্দুল জব্বরকে গ্রেফতার করে। এর জেরে গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের চত্বরে জমায়েত থাকা সিপিএম সমর্থকদের সঙ্গে সে দিন পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধে। পুলিশ সিপিএম সমর্থকদের হঠিয়ে জব্বরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। সিপিএম নেতৃত্ব অভিযোগ করেন, তাঁদের তরফে প্রধান পদ প্রার্থী ছিলেন শেখ আব্দুল জব্বর। তাঁকে অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যরা যাতে সমর্থন করে প্রধান নির্বাচন করতে না পারে, সেই জন্য স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব পরিকল্পনা করে সভা থেকে জব্বরকে পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করিয়েছেন। গোলমালের পরে সিপিএম, বিজেপি এবং নির্দল সদস্যরা প্রধান নির্বাচন সভা বয়কট করেন। ফলে তৃণমূল সদস্যরা সভায় প্রধান পদে তাঁদের দলের হাসিনা বিবিকে এবং উপ-প্রধানের পদে তপন বেরাকে নির্বাচিত করে বোর্ড গঠন করেন।শেখ আব্দুল জব্বর আদালতের নির্দেশে জেল হেফাজতে ছিলেন। পরে তিনি জামিন পান। সভা থেকে তাঁকে গ্রেফতার এবং প্রধান নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তুলে হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন সিপিএমের আরেক পঞ্চায়েত সদস্য ফণীভূষণ গুছাইত। হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এ দিন ওই মামলার শুনানি হয়। এর পরে বিচারপতি শীতলপুর পশ্চিম গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান বোর্ড ভেঙে দেওয়া এবং আগামী ৬ সপ্তাহের মধ্যে নতুন বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

১-ম পাতার পর

বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান? ১০৪টি পুজো কমিটিকে পুরস্কৃত করল রাজ্য

জেলায় জেলার একাধিক পুজোর উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২৭ অক্টোবর দুর্গাপূজো কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে রেড রোডে। ১০০টি পূজা কমিটি এই কার্নিভালে অংশ নিচ্ছে। এর পাশাপাশি আগামী ২৬ অক্টোবর বিভিন্ন জেলায় জেলায় হবে কার্নিভাল অনুষ্ঠান। একাধিক জেলায় মহকুমা ভিত্তিক কার্নিভাল অনুষ্ঠানও করা হচ্ছে এ বছর।

মমতার লেখা গানে সুরুচির ঝুলিতে সরকারি সম্মান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : 'বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান'-এর তালিকা প্রকাশ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। শহর ও শহরতলির মোট ১০৪টি দুর্গাপুজো কমিটিকে 'শারদ সম্মানে' পুরস্কৃত করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে বাছাই করা পুজো কমিটিগুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। 'বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মানে' সেরার সেরা ক্যাটেগরিতে জায়গা করে নিয়েছে সুরুচি সংঘের পুজো।প্রসঙ্গত, বাংলার দায়িত্বে আসার পর থেকেই দুর্গাপুজোয় আলাদা মাত্রা যোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মানের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের তরফে বড় করে পুজোর কার্নিভালও আয়োজন করা হয়। এই বছরও ২৭ অক্টোবর পুজোর কার্নিভাল আয়োজন করছে রাজ্য সরকার। রেড রোডে পুজোর কার্নিভালে সামিল হবে শহরের বহু বড় বড় পুজো কমিটি।এর পাশাপাশি কলকাতা ও শহরতলির পুজোগুলির মধ্যে সেরা থিম সং ক্যাটেগরিতেও 'বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান' জিতে নিয়েছে। উল্লেখ্য, এবারের সুরুচি সংঘের পুজোর থিম সং লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরুচির থিম সং-এ সুরও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ২০১৩ সাল থেকে রাজ্য সরকার 'বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান' দেওয়া শুরু করেছে। শহর ও শহরতলির বিভিন্ন বড় পুজো মণ্ডপগুলিকে একাধিক মাপকাঠির ভিত্তিতে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এবারও সেরা মণ্ডপ, সেরা প্রতিমা, সেরা পরিবেশবান্ধব পুজো, সেরা ভাবনা, সেরা থিম সং-সহ একাধিক ক্যাটেগরিতে বিভিন্ন পুজো কমিটিগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।এই পুরস্কারের জন্য একটি বিচারকমণ্ডলী তৈরি করে রাজ্য সরকার। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বিশিষ্টজনদের নিয়ে বিচারকমণ্ডলী তৈরি হয়। সেই বিচারকমণ্ডলীই বিভিন্ন মাপকাঠি বিচার করে কোন কোন পুজো কমিটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে, সেই তালিকা তৈরি করে।

উৎসবের বাংলায় ব্যতিক্রম কামদুনি,

মন ভাল নেই মৌসুমীদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কামদুনি ধর্ষণ-হত্যা কাণ্ডে হাইকোর্টের রায়ের পর ভেঙে পড়েছিলেন গ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের চার অভিযুক্তের বিধিনিষেধের নির্দেশের পর কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে গ্রামে। তবে এবারের দুর্গাপুজোতে মন নেই কামদুনির। গ্রামের দুর্গাপুজোও যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন। পুজোতে নতুন জামাকাপড়ও কেনা হয়নি মৌসুমী কয়ালদের। কামদুনির লড়াইতে রাজনীতির রং লাগাতে চান না মৌসুমী কয়ালরা। মৌসুমির কথায়, 'দীর্ঘ আন্দোলনের মাঝে অনেক দলই প্রস্তাব দিয়েছিল। আমরা কোনও দলে যাইনি। আমাদের আন্দোলনেও অনেক দলের নেতৃত্ব এসেছে, কিন্তু দলের পতাকা ছাড়া। কামদুনি কাণ্ডের বিচার না হলে আমরা কোনও কিছু নিয়েই ভাবতে পারছি না। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবেও আমাদের মন ভাল নেই।'

সুপ্রিম কোর্ট এদিন নির্দেশ দিয়েছে কামদুনি কাণ্ডে মুক্তিপ্রাপ্ত আমিন, আমিনুর, ইমানুল ও ভোলানাথরা রাজারহাট পুলিশ স্টেশনের বাইরে যেতে পারবেন না। বাইরে গেলে ওসির লিখিত অনুমতি নিতে হবে। এছাড়াও একাধিক বিধিনিষেধ রয়েছে। আপাতত পুজোর মুখে এই টুকুই শান্তনা কামদুনির বাসিন্দাদের। তবে পুলিশি তদন্তেই যে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে, মনে করছেন মৌসুমী কয়ালরা। দুর্গাপুজোয় আজ মহাপঞ্চমী। কলকাতা শহর আলোয় ঝলমল করছে। মহানগরের রাজপথে মানুষের ঢল। ঠিক তখনকামদুনিতে মা দুর্গা এলেও নিশুতি রাতের নিশব্দতা। শারদ উৎসবের আনন্দের ছিঁটেফোটাও নেই গ্রামে। মৌসুমী বলেন, 'এবার আমাদের দুর্গাপুজোয় মন খুব খারাপ। পুজোয় বাড়ির ছোট-বড় কারও নতুন পোষাক হয়নি। মনেও হয়নি নতুন পোষাক কিনতে হবে। গ্রামের বাইরে যাওয়ার তো কোনও ব্যাপারই নেই। কোনওরকমে পুজোর কটা দিন কেটে যাবে আর কি। দোষীদের সাজা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের লড়াই থেকে সরে আসার কোনও প্রশ্নই নেই। হাইকোর্টের রায়ের পর মন ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের এদিনের নির্দেশের পর নতুন করে আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।'

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৮৯ সংখ্যা ২০ অক্টোবর, ২০২৩ শুক্রবার ০২ কার্ত্তিক, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

ইডির ক্ষমতার পুনর্বিবেচনা জরুরি কি না, দেখবে সুপ্রিম কোর্ট

ইডি-কে আর্থিক নয়ছয় প্রতিরোধ আইন বা পিএমএলএ-তে যে সব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা সংবিধানের বিরুদ্ধে নয় বলে গত বছর ২৭ জুলাই রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। আজ বিচারপতি সঞ্জয় কিষণ কউলের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছে, ওই রায় পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন কি না, শীর্ষ আদালত তা খতিয়ে দেখবে।আবেদনকারীদের অন্যতম আইনজীবী কপিল সিব্বল প্রশ্ন তোলেন, পিএমএলএ-তে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির যখন জেল হয়, তখন এই আইনকে কেন শাস্তিমূলক বিধি বলা হবে না? তিনি জানান, ইডি কাউকে তলব করলে জানাই যায় না, সংশ্লিষ্টকে সাক্ষী হিসেবে ডাকা হয়েছে, না অভিযুক্ত হিসেবে। এই আইন সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আদালত জানিয়েছে, ২২ নভেম্বর পরবর্তী শুনানি। আবেদনকারীরা বহু আইনজীবীর বদলে যেন শুধু দু'জনকে শুনানির জন্য নিয়োগ করেন। পরবর্তী শুনানিতে দু'পক্ষের আইনজীবীরা পাঁচ পাতার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করতে পারেন।বিচারপতি এ এম খানউইলকরের লেখা আগের রায়টিতে গ্রেফতারি থেকে তল্লাশি, সমন পাঠানো থেকে নগদ সম্পত্তি আটক পর্যন্ত ইডি-র যাবতীয় ক্ষমতায় সিলমোহর দেওয়া হয়েছিল।বিভিন্ন পক্ষের আর্জির ভিত্তিতে দেশের ততকালীন প্রধান বিচারপতি এন ভি রমণার বেঞ্চ দু'টি বিষয় পুনর্বিবেচনা করতে রাজি হয়। প্রথমত, গ্রেফতারির আগে ইডি যে ইসিআইআর (এনফোর্সমেন্ট কেস ইনফর্মেশন রিপোর্ট) দায়ের করে, সেটি দেখাতে তারা বাধ্য নয় বলে আগের রায়ে জানানো হয়েছিল। পাশাপাশি, পিএমএলএ-তে অভিযুক্তের উপরেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের দায় বর্তায়। এই দু'টি বিষয় পুনর্বিবেচনায় সম্মত হয় সুপ্রিম কোর্ট।

এই সংক্রান্ত একগুচ্ছ আর্জির শুনানি সর্বোচ্চ আদালতের যে বেঞ্চে হচ্ছে, তাতে বিচারপতি কউলের সঙ্গে রয়েছেন বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী। তাঁরা আজ জানিয়ে দেন, এ ক্ষেত্রে সীমিত পরিসরের একটি বিষয় বিচার করা হচ্ছে। প্রশ্নটি হল, (আগের রায়ের) কোনও বিষয়ের পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন কি না। সব পক্ষের বক্তব্য শুনে যদি মনে হয়, রায় পুনর্বিবেচনার কোনও প্রয়োজন নেই, তা হলে সেটি করা হবে না। কোনও বিষয়ের পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে বলে তিন বিচারপতি মনে করলে তবেই মামলাটি বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানো হয়। কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, "কেউ আদালতে এসে তিন বিচারপতির বেঞ্চের রায়ের পুনর্বিবেচনা চেয়েছেন বলেই সারবত্তাহীন তাত্ত্বিক আলোচনা করা উচিত নয়। আমি আইনের অপব্যবহারের বিরোধী।" তিনি প্রশ্ন তোলেন, আগামিকাল যদি কেউ এসে বলেন যে, তিনি সমলিঙ্গে বিবাহের রায় নিয়ে একমত নন, সে ক্ষেত্রেও কি মামলাটি বৃহত্তর বেঞ্চের কাছে পাঠানো যাবে? মেহতার বক্তব্য, পিএমএলএ কোনও বিচ্ছিন্ন আইন নয়। তা তৈরি হয়েছে সন্ত্রাসে আর্থিক মদত সংক্রান্ত নজরদারি সংস্থা এফএটিএফের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। আর্থিক পাচার রোধে কোনও দেশের আইন আন্তর্জাতিক স্তরের সঙ্গে কি না, এফএটিএফ তা খতিয়ে দেখে একটি মাপকাঠি তৈরি করে। সেই মূল্যায়ন না হওয়া অবধি জাতীয় স্বার্থে কোর্টকে এক মাস অপেক্ষা করতে আর্জি জানান তিনি।

পরিবেশ বান্ধব শক্তি করিডর (দ্বিতীয় পর্যায়)-

আন্তঃরাজ্য সংবহন প্রণালীর আওতায় লাদাখে ১৩ গিগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্পে ছাড়পত্র দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে আজ পরিবেশ বান্ধব শক্তি করিডর (দ্বিতীয় পর্যায়)- আন্তঃরাজ্য সংবহন প্রণালীর আওতায় লাদাখে ১৩ গিগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্পে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

২০২৯-৩০ অর্থবর্ষ নাগাদ এই প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। খরচ ধরা হয়েছে ২০,৭৭৩.৭০ কোটি টাকা। এর মধ্যে কেন্দ্রের তরফে দেওয়া হবে ৮,৩০৯.৪৮ কোটি টাকা- যা মোট খরচের ৪০ শতাংশ। ওই অঞ্চলের বিশেষ ভূতাত্ত্বিক গঠন, চরম আবহাওয়া এবং প্রতিরক্ষার প্রশ্নে স্পর্শকাতরতার কথা মাথায় রেখে প্রকল্পটির রূপায়ণে উদ্যোগী হবে পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া। কাজে লাগানো হবে অত্যাধুনিক ভোল্টেজ সোর্স কনভার্টার এবং এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ অলটারনেটিং কারেন্ট প্রণালীকে। এই সংবহন লাইন হিমাচলপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের মধ্যে দিয়ে গিয়ে হরিয়ানার কাইথালে জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত হবে। পাশাপাশি লে-র এই প্রকল্পের সঙ্গে লাদাখ গ্রিডেরও সংযোগ থাকবে। তার ফলে ওই অঞ্চলে বিদ্যুৎ পরিষেবার প্রসার ঘটবে। প্রকল্পটির সঙ্গে যোগ থাকবে লে-আলুস্তেং-শ্রীনগর লাইনেরও। ২০৩০ নাগাদ অজীবাশ্ম জ্বালানি থেকে ৫০০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক হবে এই প্রকল্প। দেশের শক্তি নিরাপত্তা এবং কার্বন নির্গমন কমানোর ক্ষেত্রেও প্রকল্পটি বিশেষ ভূমিকা নেবে। পাশাপাশি বাড়বে কাজের সুযোগ।

প্রেক্ষাপট :

২০২০-র স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লাদাখে ৭.৫ গিগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার পার্ক গড়ে তোলার কথা জানিয়েছিলেন। বিস্তারিত সমীক্ষার পর এই প্রকল্প রূপায়ণের কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করে নবায়নযোগ্য শক্তিমন্ত্রক।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

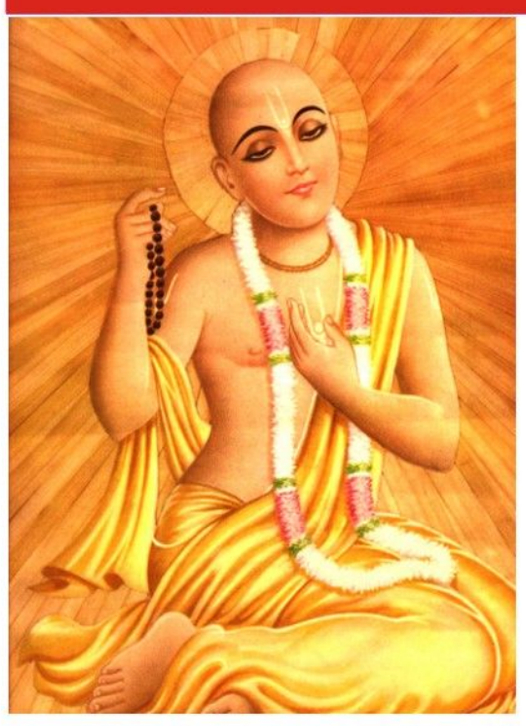

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মাত্র ২৪ বছর বয়সে সংসার জীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর কাছে নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস নেওয়ার পর নিমাই নাম পরিবর্তিত হয়ে ওনার নাম হয় শ্রীচৈতন্য। খোল-করতাল সহকারে শ্রীচৈতন্য তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণপ্রেম প্রচার করতেন। এইভাবে শ্রীচৈতন্য নদীয়ার বৈষ্ণব সমাজের এক দক্ষ নেতায় পরিণত হন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

মানুষের মনের ভয় রাখার কোনো জায়গা নেই , মানুষের সবকিছু রাখার জায়গা যেমন রয়েছে। ভয় কোথায় রাখবে সেটাও কিন্তু মানুষ আজও খুঁজে পায়নি। ভয় ভীতির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি অনুভূতি ও ভক্তর নিষ্ঠাবান শক্তি পাঠ। মানুষের আত্মার একটি দুর্বলতা শক্তি সর্বদাই কাজ করে,সেই আত্মাকে জাগ্রত করতে গেলে মন্ত্র তন্ত্র ও শক্তিকে আরধনা করতে হয়। তখন সে নিষ্ঠাবান শক্তিশালী সাধক হিসেবে ঘোষিত হয়। মানুষের সাধনার মধ্যে সিদ্ধ করতে পারে, এ পৃথিবীতে যখন জীব এসেছে তখন তিনি খালি হাতে এসেছি, আর যখন তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে তখন সে খালি হাতেই যাবে ।এটা প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী হয়ে আসছে। স্রষ্টার সৃষ্টি কে আমরা কোনোভাবেই অস্কার করতে পারিনা।সংসার জীবনে সময় সম্পত্তি আসয় বিষয় সবকিছুই যেন একটা পরিপূর্ণ ও নিজে যেন অট্টালিকার পাড়ে বসে থাকি তেমনই আশা মানবহৃদয় জেগে ওঠে।এই সম্পত্তি পাওয়ার আশায় মানুষ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রূপে দেবী কোজাগরী লক্ষ্মী কে জাগ্রত করেছে,কেউ মন্ত্র পাঠ করে, কেউ নিজের আচার-অনুষ্ঠান, কেউ বা আত্মার বিশ্বাসের একটি রূপ পূজিত করে। ধনসম্পত্তি বৃদ্ধির লোভে, রাতে মানুষ লক্ষ্মী দেবীর সৃষ্টির বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত করেছে।এক একটা দিন এক একটা রীতি-রেওয়াজ লক্ষ্মী দেবীকে নিয়ে প্রচলিত আছে, বাঙ্গালীদের জন্য একটা খুব অবাঙালিদের জন্য আর একরকম । সব যেন বাংলা-বিহার-উরিষ্যা ভারত বর্ষ তথা বাংলাদেশ এবং বিশ্বের অন্যান্য স্থানে লক্ষ্মী দেবীর চিরাচরিত রীতি আজও প্রচলিত। তবে সর্বদাই আমি একটু গবেষণামূলক চরিত্র ভালোবাসি ,সবকিছু খতিয়ে দেখার অভ্যাস আমার সর্বদাই আছে।তাই কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার ইতিহাস ও তার গবেষণামূলক চরিত্র, আজ আমি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে পড়ে নিজে যতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছে। সেটুকু আপনাদের সম্মুখে আমার কলমে পরিবেশন করছি। দেবী লক্ষ্মী হলেন সৌভাগ্য এবং শান্তির প্রতীক। তিনি হলেন ধনসম্পত্তি ও সমৃদ্ধির দেবী এবং হিন্দু সংস্কৃতিতে তিনি ব্যাপকভাবে পূজিতা। ভারতবর্ষে অসংখ্য লক্ষ্মী দেবীর মন্দির রয়েছে। তাঁর সৌন্দর্য অতুলনীয়।দেবী লক্ষ্মী তাঁর ভক্তদের কেবলমাত্র ধন সম্পত্তি দিয়েই আশীর্বাদ করেন না তাদের আধ্যাত্মিকতাকে বাড়িয়ে তুলতেও সাহায্য করেন। হিন্দুধর্মের মধ্যে একটা মেয়েকে ঘরের 'লক্ষ্মী' রূপেই দেখা হয়ে থাকে।এবং অনেক পিতা-মাতাই পছন্দ করেন তাদের কন্যার নামটি দেবী লক্ষ্মীর নামানুসারে রাখতে, সুতরাং,সেই কারণেই আমরা এখানে তুলে ধরেছি দেবী লক্ষ্মীর নামের কিছু তালিকা আপনার ছোট্ট সোনামণিটির জন্য।সেই তালিকা এই লেখার মধ্যে চেষ্টা করবো বলার যতটা সম্ভব।আজ আমরা লক্ষ্মী কে নিয়ে বিশ্বের ইতিহাসে অনেক রীতি-রেওয়াজ প্রচলিত আছে। তবে বাংলা সংস্কৃতি বাঙ্গালীদের জন্য ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ইতিহাস সেটি অনেকেরই জানা। প্রতি বছরে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো পালিত হয়। বলা হয় এই পুজো করলে তার ঘরে রাজলক্ষ্মী, ভাগ্য লক্ষ্মী, কুল লক্ষ্মী ও যশ লক্ষ্মী অচলা থাকেন। তার কোনো কিছুরই অভাব থাকে না। জেনে নেওয়া যাক এই ব্রতের পেছনে প্রচলিত কাহিনী। অন্যদিকে জনবিশ্বাস অনুযায়ী এটা মানা হয় যে,দেবী লক্ষ্মীর নামানুসারে আপনার কন্যার নামকরণ করলে তা সংসারে সমৃদ্ধি এবং খুশির জোয়ার বয়ে আনে।এই নাম-গুলির রাজকীয়তা তাদের স্পর্শ করে যা কোন ফ্যাশনের থেকে কোনও অংশে কম নয়।দেবী লক্ষ্মীর নামের এই বিস্তৃত তালিকা থেকে আপনার পছন্দের নামটি নির্বাচন করুন নবজাতিকার জন্য এবং তাদের জীবনকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করুন। এই যুগের হাল-ফ্যাসন দোরস্ত নাম-গুলি সম্পর্কে আরও জানতে পড়ুন এবং নির্বাচন করুন সবচেয়ে সেরা সুন্দর নামটি আপনার ছোট্ট কন্যা-সন্তানটির জন্য।তবে এসব কথা আগেকার লোকেদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, আজ আর তেমনি ভাবে নেই। অনেকেই লক্ষ্মী শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করিও না,লক্ষ্মী দেবীর আশীব্বার্দ তার সম্পদ ছাড়া আমাদের জীবন চলতে পারে না।লক্ষ্মী মানে শ্রী, সুরুচি। লক্ষ্মীসম্পদ আর সৌন্দর্যের দেবী। বৈদিক যুগে মহাশক্তি হিসেবে তাকে পুজো করা হত। তবে পরবর্তীকালে ধনশক্তির মূর্তি নারায়ণের সঙ্গে তাকে জুড়ে দেওয়া হয়,'বলছেন নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী।তবেই লক্ষ্মী দেবীর আর এক নাম শ্রী। এই শ্রী শক্তির উল্লেখ বহু গ্রন্থেই আছে। পরাশর-সংহিতায় যে তিনটি শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তা হল- শ্রী, ভূ (ভূমি) ও লীলা। জয়াখ্য-সংহিতায় লক্ষ্মী কীর্তি, জয়া ও মায়া এই চার দেবীর উল্লেখ আছে। এখন লক্ষ্মী ও শ্রী শব্দের অর্থ জানা আবশ্যক। যাঁর দ্বারা লক্ষত হয় অর্থাৎ সকলে যাকে লক্ষ্য করেন বা দর্শন করেন, তিনিই লক্ষ্মী। অর্থাৎ লক্ষ্মী শব্দের অর্থ সৌন্দর্য। আবার যার দ্বারা সকলে আশ্রিত হয় তিনিই শ্রী। সেহেতু ধন দ্বারা সকলে আশ্রিত হন বা ধনকে আশ্রয় করে সকলে জীবন ধারণ করেন সেহেতু শ্রী অর্থ ধন। অহির্বুধণ্য-সংহিতায় আছে জগৎ রূপে লক্ষ্যমানা বলে তিনি লক্ষ্মী। বৈষ্ণব ভাব আশ্রয় করেন বলে তাকে শ্রী বলা হয়, তাঁর মধ্যে কোন কালভাব বা পুংভাব ব্যক্ত হয় না বলে তিনি পদ্মা। কামদান করেন বলে তিনি কমলা, বিষ্ণুর ভাব পালন করেন বলে তিনি বিষ্ণুশক্তি। রমণ করান বা আনন্দদান করেন বলে তিনি রতি বা রমা। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলে লক্ষ্মীকে পাওয়া যায় শ্রী দেবী হিসেবে। ঋগ্বেদের শ্রী-সূক্তে শ্রী বা লক্ষ্মী দেবীর যে রূপ পাওয়া যায় তা এরকম- দেবী হিরণ্যবর্ণা বা স্বর্ণময়ী। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালা ধারণ করেছেন। তিনি ভক্তদের স্বর্ণ, গরু ও অশ্ব দ্বান করেন। দেবীর সামনে অশ্ব, মধ্যে রথ এবং পার্শ্বে হস্তি-নাদের দ্বারা তাঁর বার্তা স্থাপিত হয় অর্থাৎ হস্তির ডাক জানিয়ে দেয় দেবীর আগমন ঘটেছে। দেবী সকলের মনোবাসনা পূরণ করেন এবং অলক্ষ্মী বিনাশ করেন। দেবী পদ্মফুলের উপর বিরাজিতা। দেবী সকলকে যশ-খ্যাতি, ধনসম্পদ ও সৌন্দর্য প্রদান করেন। অন্যদিকে শ্রী-সূক্তে ঋষি কর্দম দেবীকে যেসব শব্দে সম্বোধন করেছেন, তা হল- আর্দ্রা, গজশুণ্ডাগ্রবতী, পুষ্টিরূপা, পিঙ্গলবর্ণা, পদ্মমালিনী, চন্দ্রাভা, হিরণ্ময়ী, ষষ্টিহস্তা, সুবর্ণা, হেমমালিনী, সূর্যাভা প্রভৃতি। কোন কোন পুরাণ মতে লক্ষ্মী দেবী (শ্রী) হলেন ভৃগুকন্যা। ভাগবত পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ ও ব্রহ্মা-পুরাণে বলা হয়েছে, ভৃগুপত্নি খ্যাতির গর্ভে শ্রী দেবীর জন্ম। শতপথ ব্রাহ্মণে অবশ্য বলা হয়েছে, শ্রীদেবী প্রজাপতি (ব্রহ্মা) হতে উৎপন্ন হয়েছেন এবং তিনি ধন, সৌন্দর্য ও সৌভাগ্য প্রদান করেন। এসব নিয়ে পাশ্চাত্য কালের এক গল্প রয়েছে ,যে গল্পটা লেখার মধ্যে না লিখলে হয়তো এলাকাটি অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে।এক দেশে রাজা ছিল। তিনি সৎ, ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তার দেশে এক নিয়ম ছিল। হাটে প্রজাদের যে সব জিনিস বিক্রি হবে না, তিনি তা ঠিক দামে তার প্রজাদের কাছ থেকে কিনে নেবেন। এক কামার হাটে একটি লোহার নারীমূর্তি বিক্রি করতে এনেছিলেন কিন্তু সারাদিনেও তা বিক্রি হয়নি। সে রাজবাড়িতে সে কথা জানালে ধর্মপরায়ণ রাজা তা কিনে নেন। সেইদিনই রাত্রে রাজা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

ল্যাকমে ফ্যাশন উইকে কটাক্ষের শিকার জাহ্নবী

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : স্বল্প সময়ের ক্যারিয়ার। এরপরও দর্শক হৃদয় জয় করতে খুব একটা সময় লাগেনি জাহ্নবী কাপুরের। তার যে কোনো কাজ নিয়েই এখন আলোচনা হয়। কিন্তু সব সময় আলোচনায় থাকবেন, কেবল প্রশংসা জুটবে বিষয়টি এমনও নয়। এবার এরই প্রমাণ মিলল নেটিজেনদের কটাক্ষে।

'ল্যাকমে ফ্যাশন উইক ২০২৩'-এ অংশ নেওয়ার পর থেকেই ক্রমাগত ট্রলের শিকার হতে হচ্ছে জাহ্নবীকে। যদিও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যে কোনো বিষয়ে ট্রলড হওয়া নতুন কিছু নয়। নানা কারণেই সামনে আসে তাদের সব বিষয়। তবু বিষয়টি কিছুটা হলেও যে মন খারাপ করে দেয়, তা স্বীকারও করেছেন অনেকে। জাহ্নবী কাপুরও ট্রলের শিকার হয়ে খানিকটা হতাশ।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে, এই বলিউড তারকা সম্প্রতি 'ল্যাকমে ফ্যাশন উইক ২০২৩'-এ একেবারে অন্যরকম লুকে হাজির হয়েছিলেন। তাঁর পরনে ছিল একটি ধাতব ফিনিশ কালো পোশাক, যা তিনি শোর জন্য একটি ম্যাচিং বডি-গ্রেজিং স্কার্টের সঙ্গে পরেছিলেন। ফ্যাশন ডিজাইনার অমিত আগরওয়ালের এই পোশাকে তিনিই ছিলেন শো-স্টপার। তাই স্বাভাবিকভাবেই দর্শকের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন এই অভিনেত্রী। কিন্তু তিনি র‍্যাম্পে যে হেঁটেছেন, তা দেখে অনেকেরই চক্ষু হয়ে গেছে চড়কগাছ। আর ফ্যাশন উইকের ভিডিও দেখার পর নেটিজেনরাও উঠেপড়ে লেগেছেন ট্রল করতে।

শুধু র‍্যাম্পে হাঁটা নয়, জাহ্নবীর পোশাক নির্বাচন নিয়েও কথা বলতে ছাড়েননি নেট দুনিয়ার বাসিন্দারা। এত কিছুর পরও বিষয়টি নিয়ে নীরবতা দেখাচ্ছেন অভিনেত্রী; যা থেকে বোঝা যায়, আপাতত এসব বিষয় ছেড়ে অভিনয় নিয়েই ভাবছেন তিনি।

এদিকে বলিউডের পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতীয় সিনে দুনিয়ায় অভিষেক হতে যাচ্ছে জাহ্নবী কাপুরের। কোরাতলা শিবা পরিচালিত দক্ষিণী ছবি 'দেবরা'য় দেখা যাবে এই অভিনেত্রীকে। বিপরীতে থাকছেন আলোচিত অভিনেতা জুনিয়র এনটিআর। গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি চরিত্রে দেখা যাবে সাইফ আলি খানকে। আগামী বছরের শুরুতে ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

জয়ার ছবির পোস্টার শেয়ার করে শুভেচ্ছা জানালেন অজয় দেবগন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : মুক্তির অপেক্ষায় জয়া আহসান অভিনীত টলিউড চলচ্চিত্র 'দশম অবতার'। সৃজিত মুখার্জি পরিচালিত সিনেমাটির ট্রেলার ইতোমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। 'দশম অবতার'-এর ট্রেলারের প্রশংসা করেছেন দর্শক-অনুরাগী থেকে শুরু করে নামি-দামি তারকারাও। কদিন আগেই ট্রেলার দেখেই শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। এমনকি সবাইকে সিনেমাটি দেখার অনুরোধও করেছিলেন। এবার শুভেচ্ছা জানালেন অজয় দেবগন।

বলিউড সুপারস্টার অজয় দেবগন সামাজিক মাধ্যমে জিও স্টুডিও এবং এসভিএফ এন্টারটেইনমেন্টের আসন্ন বাংলা কপ ড্রামা 'দশম অবতার'-এর টিমকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

অভিনেতা বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন ভারতের বাংলা ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম চিরসবুজ নায়ক প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের কথা। যিনি সিনেমাটিতে একজন বাঙালি পুলিশ অফিসার প্রবীরের ভূমিকায় নেতৃত্ব দেন।

দশম অবতার, বাংলার প্রথম অরিজিনাল কপ ইউনিভার্স। সিংহমের পক্ষ থেকে প্রবীরকে শুভেচ্ছা। এর আগে মুক্তিপ্রাপ্ত সৃজিতের '২২শে শ্রাবণ' ও 'দ্বিতীয় পুরুষ' দুই সিনেমাকে মিলিয়েই এবার মহাজোট তৈরি করেছেন পরিচালক সৃজিত। এমনিতে সৃজিত-প্রসেনজিৎ জুটি মানেই ভারতের বাংলার বক্স অফিসে হিট সিনেমা। এ ছাড়া ভিলেন হিসেবে যিশু সেনগুপ্তকে দেখা যেতে পারে।

আসছে ১৯ অক্টোবর মুক্তি পাচ্ছে 'দশম অবতার'। এতে জয়া আহসান ও প্রসেনজিৎ ছাড়া আরো অভিনয় করেছেন রূপম ইসলাম, অনুপম রায়, ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত প্রমুখ।

টাইগার থ্রি'র ট্রেলারে অ্যাকশন অবতারে সালমান-ক্যাটরিনা জুটি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বছরের শুরুতে 'পাঠান' এ একসঙ্গে এসে ঝড় তুলেছিল বলিউডের দুই খান। বছর শেষে আবারও একসঙ্গে আসছেন তারা। 'টাইগার ৩' সিনেমায় তাদের দেখতে অধীর আগ্রহে আছে দর্শক। আজ সোমবার দুপুরে প্রকাশ করা হয়েছে দুই খানের এক সিনেমার ট্রেলার।

জানা গেছে, সিনেমাটি ১২ নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে। যদিও পূর্বে ঘোষণা করা হয়েছিল যশ রাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের 'টাইগার ৩' শেষ পর্ব দিপাবলিতে মুক্তি পাবে। কিন্তু রহস্যজনকভাবে যশ রাজ ফিল্মস প্রোডাকশন সোমবার 'টাইগার ৩'-সিনেমার মুক্তি তারিখ ঘোষণা করেছে ১২ নভেম্বর।

সালমান খান ও ক্যাটরিনা কাইফ অভিনীত আদিত্য চোপড়ার যশ রাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের টাইগার ফ্যাঞ্চাইজির তৃতীয় পর্ব। মাত্র ২ মিনিট ৫১ সেকেন্ডের জমজমাট অ্যাকশনে ভরপুর ট্রেলারটি সিনেমা নিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছে দর্শকের কৌতূহল। সালমান খান বুঝিয়ে দিয়েছেন পর্দায় ঝড় তুলতে আসছেন তিনি।

ধুন্ধুমার অ্যাকশন, রোমান্স ও উত্তেজনায় ভরপুর এই ট্রেলার এখন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে সবার চর্চায়। এই সিনেমায় অতিথি চরিত্রে দেখা যাবে শাহরুখ খানকে। জানা গেছে, সিনেমায় শাহরুখের দৃশ্য ধারণ করতে ৩৫ কোটি রুপি খরচ করেছেন পরিচালক। কিন্তু ট্রেলারে শাহরুখকে দেখা যায়নি। শেষ দিকে দেখা গেছে ইমরান হাশমিকে। সিনেমায় খলচরিত্রে দেখা যাবে তাকে।

ট্রেলারে দেখা যায় টাইগারকে বিশ্বাসঘাতক বলা হচ্ছে। দেশ কিংবা পরিবার, যে কোনো একটিকে বাঁচাতে পারবেন, এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও পড়তে দেখা গেছে টাইগারকে। এই পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করে টাইগার তা বড় পর্দায় দেখা যাবে ১২ নভেম্বর।

স্বর্ণের ফোন হারিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ উর্বশী

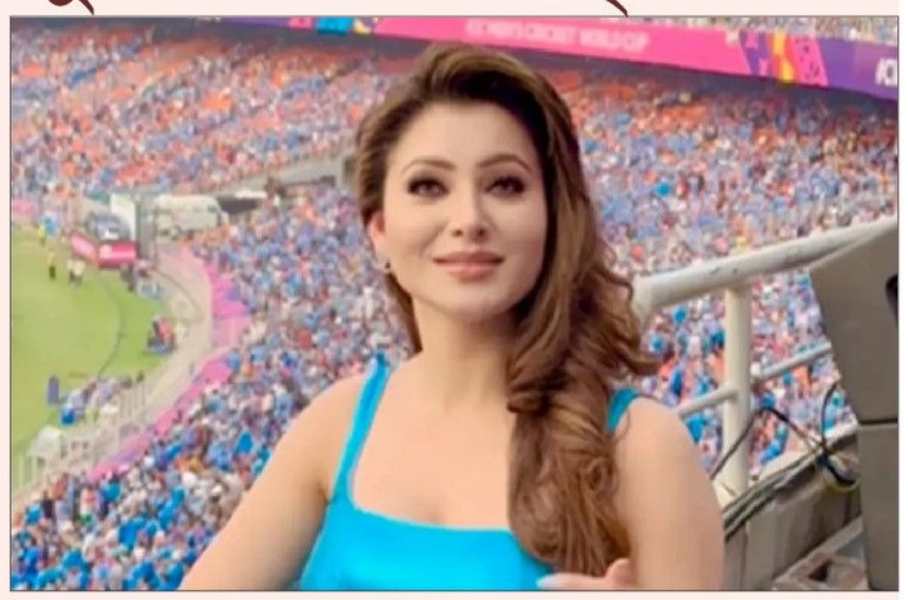

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের মাটিতে চলমান এবারের ক্রিকেট বিশ্বকাপ আসরের সবচেয়ে হাই ভোল্টেজ ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার। ভারতের আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভারত-পাকিস্তানের সে ম্যাচ দেখতে গ্যালারিতে দেখা গেছে বলিউডের একাধিক তারকাকে। বলিউড অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলাও ছিলেন সেখানে। পাকিস্তানকে হারিয়ে ভারত জয় পেলেও অভিনেত্রীকে ফিরতে হয়েছে হারানোর বেদনা নিয়ে। জানা গেছে, এদিন খেলা দেখতে গিয়েই নিজের সখের স্বর্ণের আইফোন হারিয়েছেন এই বলিউড অভিনেত্রী। টুইট করে নিজেই সেই দুঃসংবাদ দেন অভিনেত্রী।

উর্বশী তার টুইটার অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট দিয়েছেন। তাতে এ অভিনেত্রী লিখেন, 'আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম থেকে আমার ২৪ ক্যারেট সোনার আইফোনটা হারিয়ে গেছে। যদি কেউ খোঁজ পান, দয়া করে সাহায্য করুন। যত দ্রুত সম্ভব আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

উর্বশী তার এই পোস্ট আহমেদাবাদ পুলিশকেও ট্যাগ করেন। পরে পুলিশের পক্ষ থেকে বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়। পরবর্তীতে থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন উর্বশী।

শাহিনকে নিয়ে

নাচানাচি বন্ধ হোক, কটাক্ষ শাস্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টি-২০ বিশ্বকাপে শাহিন আফ্রিদির বলে বিধ্বস্ত হয়েছিল ভারত। কিন্তু চলতি বিশ্বকাপে এখনও তেমন প্রভাব ফেলতে পারেননি তিনি। শুভমন গিলকে শুরুতে আউট করে ভারতীয় শিবিরে ধাক্কা দিলেও গত শনিবার রাতে তাকে নিয়ে ছেলেখেলা করেন রোহিত শর্মা। এদিন, ভারতের ২১তম ওভার চলাকালীন শাহিনকে খোঁচা দেন রবি শাস্ত্রী। বরাবরই ভারতের সাবেক এই কোচ সঠিক কথা বলতে ভয় পান না। ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় শাহিন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শাহিন ভাল বোলার। নতুন বলে উইকেট নিতে পারে। কিন্তু পাশে নাসিম শাহ না থাকলে এবং স্পিনাররা সাহায্য না করলে সে কিছুই করতে পারবে না। সে তো আর ওয়াসিম আকরাম নয়। তাই ওকে মাথায় তুলে নাচানাচির কোনও মানে হয় না। সে যে ভাল বোলার সেটা বলা যেতেই পারে। কিন্তু বাড়িয়ে তাকে অসাধারণ বলার কোনও মানে হয় না।

প্রসঙ্গত, নাসিম শাহের সঙ্গে জুটি বেঁধে বল করার সময় উইকেট সংখ্যা বেশি থাকে শাহিনের। চোটের জন্য এবার বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছেন পাক পেসার নাসিম। নতুন পার্টনারের সঙ্গে বোলিং ওপেন করতে হচ্ছে শাহিনকে। তাই হয়তো এতটা ক্ষুরধার মনে হচ্ছে না। তবে শাস্ত্রী যাই বলুন না কেন, ছন্দে থাকা রোহিতকে কিন্তু আউট করেন শাহিন আফ্রিদি। যদিও প্রচুর রান দিয়েছেন।

'জিলাপির লোভে'

দ্রুত আউট হয়েছে পাকিস্তান

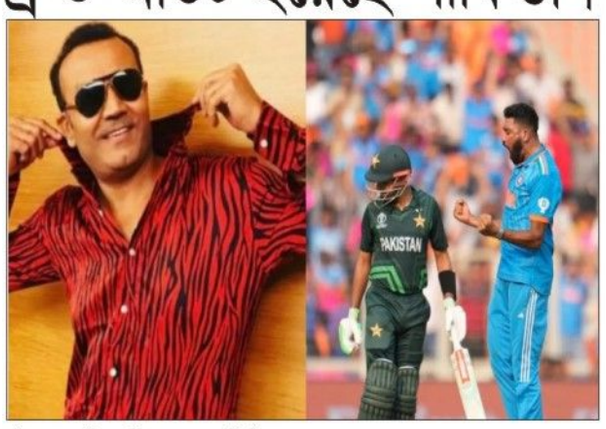

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সেই ২০১৩ সালের পর আর ৫০ ওভারের ফরম্যাটে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ হয়নি দু'দলের। গত কয়েক বছরে যতবার মুখোমুখি হয়েছে তারা, সববারই আইসিসির কোনো ইভেন্টে। তার মধ্যে এবার বিশ্বকাপে ভারতের মাটিতে তাদেরই মুখোমুখি হতেই বিধ্বস্ত পাকিস্তান। এতে পাকিস্তানের বিপক্ষে পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপে টানা আট জয়ের রেকর্ড গড়েছে ভারত। চলতি আসরে টানা তিন জয়ে শেষ চারের পথও অনেকটা এগিয়ে নিয়েছে তারা। ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাজত্ব করে স্বাগতিক ভারত। শনিবার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ৪২.৫ ওভারে ১৯১ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। টার্গেট তাড়া করতে নেমে ১১৭ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের দাপুটে জয় পায় ভারত। বাবর আজমের দলের এমন পরাজয়ে পাকিস্তানকে নিয়ে হচ্ছে তুমুল সমালোচনা। পাকিস্তানের সাবেক বর্তমান কিংবা ভারতের ক্রিকেট বোদ্ধারা তো বটেই, খোদ পাকিস্তানের সমর্থকরাও পাকিস্তানের এমন পারফরম্যান্সে নিদারুণ হতাশ।

মাত্র ৩৬ রানের মধ্যে ৮ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৯১ রানে অলআউট হয়ে যায় পাকিস্তান। তৃতীয় উইকেটে বাবর-রিজওয়ানের ৮৭ রানের জুটি ভাঙা দিয়েই মূলত ব্যাটিং-ধসের শুরু। বাবরদের এভাবে বিপর্যস্ত হতে দেখে নাসের হুসেইন বলেন, 'শুধু পাকিস্তানই এভাবে ধসে যেতে পারে।' ভারতের সাবেক ক্রিকেটার বীরেন্দর শেবাগ তো রীতিমতো বিদ্রূপই করেছেন পাকিস্তান দলকে নিয়ে। তার মতে পাকিস্তানের পারফরম্যান্স 'স্কুলবালকদের' মতো। এমনকি বিকেলের নাস্তা খেতেই নাকি দ্রুত আউট হয়ে ড্রেসিংরুমে ফিরেছেন বাবর-রিজওয়ানরা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেবাগ লিখেছেন, '২ উইকেট হারিয়ে ১৫৫ রান তোলার পর পাকিস্তান দলের মনে পড়েছে, তাদের সন্ধ্যার নাশতার সময় হয়ে গেছে। নাশতার জিলাপি খেতে দ্রুত ১৯১ রানে অলআউট হয়ে গেছে। আর আমরা সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক। তাই আমরা ২-২-২-২-২ উইকেট নিয়েছি।'

যদিও সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার রবিন উথাপ্পা পাকিস্তানকে নিয়ে বিদ্রুপ করেননি। বরং বাবরদের ব্যাটিংয়ে ধস নামানোর জন্য ভারতীয় বোলারদেরই কৃতিত্ব দিয়েছেন, 'ব্যাটিং ধসে পাকিস্তানের ভয়াবহ ছবি ফুটে উঠেছে। ভারতের বোলিং ছিল সেরা মানের। পাকিস্তান খেললে সব সময়ই এ রকম একটা অনুভূতি হয় যে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। আর সেটাই আবারও ঘটেছে। দুর্দান্ত অধিনায়কত্ব করেছে রোহিত।'

বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের হয়ে খেলছেন পাঁচ দক্ষিণ আফ্রিকান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে আগামীকাল মঙ্গলবার ধর্মশালায় দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম নেদারল্যান্ডসের মধ্যকার ম্যাচের আগে যখন জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হবে তখন ডাচ শিবিরের দিকে লক্ষ্য করলে বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে দুই দেশের সঙ্গীতের সাথেই গলা মেলাতে দেখলে অবাক হবার কিছু থাকবে না।

বিশ্বকাপে খেলতে আসা ডাচ জাতীয় দলে পাঁচজন খেলোয়াড় রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকান। ভারতের মাটিতে নেদারল্যান্ডসকে প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে তারা প্রত্যেকেই দারুণ খুশি।

টপ অর্ডারে লিস্টারশায়ারের ব্যাটার কলিন এ্যাকারম্যান ও সির্ব্যান্ড এঙ্গেলব্রেখ, মিডল অর্ডারে সমারসেটের স্পিনিং অল-রাউন্ডার রোয়েলফ ফন ডার মারু, ফাস্ট মিডিয়াম বোলার রায়ান ক্লেইন ও ৩৯ বছর বয়সী অভিজ্ঞ ওয়েসলি বারেসি প্রত্যেকেই দক্ষিণ আফ্রিকান, পরবর্তীতে যারা ডাচ নাগরিকত্ব লাভ করেছেন।। ২০১১ সালেও বারেসি বিশ্বকাপে খেলেছিলেন। দুইবারই তিনি নেদারল্যান্ডসকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। পাঁচজনের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী ২৬ বছরের ক্লেইন।

ডাচ দলের সাবেক ওপেনার স্টিফান মিবার্গও জন্মসূত্রে ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকান। কিন্তু তিনি প্রোটিয়া দলে কখনই খেলার সুযোগ পাননি। মিবার্গ বলেছেন, 'এ্যাকারম্যান ইতোমধ্যেই তার দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। বারেসি ও ফন ডার মারু অত্যন্ত অভিজ্ঞ দুই খেলোয়াড় এবং দলের সাফল্যে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এঙ্গেলব্রেখ ও ক্লেইনের কাছ থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভাল কিছু দেখার অপেক্ষায় আছি। এই দুজনই দারুণ প্রতিভাবান ক্রিকেটার।'

প্রিটোরিয়ায় জন্ম গ্রহণ করা ৩৯ বছর বয়সী মিবার্গ গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর অবসরে যাওয়ার আগে নেদারল্যান্ডসের হয়ে ক্যারিয়ার সমৃদ্ধ করে গেছেন। ডাচ জার্সিতে তার চারটি ওয়ানডে হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে। টি-টোয়েন্টিতে মাত্র ১৭ বলে হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। গত বছর সংক্ষিপ্ত ভার্সনের বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নেদারল্যান্ডসের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৩৭ রান সংগ্রহ করেছিলেন।

মিবার্গের এই ইনিংসে নেদারল্যান্ডস প্রোটিয়াদের আশাভঙ্গ করেছিল। রটারডামে নিজ বাড়িতে বসেই বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের ম্যাচগুলো উপভোগ করছেন মিবার্গ। গত বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচটির কথা স্মরণ করে মিবার্গ বলেন, 'নেদারল্যান্ডসের হয়ে আমি দারুণ গর্বিত। কিন্তু একইসাথে দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। আমার ক্যারিয়ারের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত ছিল ঐ ম্যাচটি।'

জন্মভূমির বিপরীতে খেলার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মিবার্গ বলেন, বিশেষ করে এই ধরনের ম্যাচে প্রত্যাশার মাত্রাটা একটু বেশী থাকে। তিনি বলেন, 'আমি জানি অনেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার পদ্ধতি নিয়ে খুব একটা সন্তুষ্ট নন। তারা জানে কখনই প্রোটিয়া জাতীয় দলে তাদের সুযোগ হবে না। আমার অবশ্য এমন অনুভূতি কখনই হয়নি। কিন্তু তাদের বিপক্ষে খেলাটা আমি সবসময়ই উপভোগ করেছি। অবশ্যই সব সময় জয়ের জন্যই মাঠে নেমেছি।'

মঙ্গলবারের ম্যাচ সম্পর্কে মিবার্গ বলেছেন, 'আমি চাই দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপের শিরোপা জিতুক। কিন্তু কালকের ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের জয়ের জন্যই আমার শুভকামনা থাকবে। এই ম্যাচের আগে আমি ডাচ দলের পাঁচ শতাংশ সুযোগ দেখছি। এই মুহূর্তে প্রোটিয়াদের বেশ শক্তিশালী মনে হচ্ছে।'

জাতীয় সঙ্গীতের সময় তিনি কি করতেন এমন প্রশ্নের উত্তরে মিবার্গ বলেছেন, 'আমি সবসময়ই নেদারল্যান্ডসকে প্রতিনিধিত্ব করতে অত্যন্ত গর্ব অনুভব করি। কিন্তু একইসাথে আমি আমার জন্মভূমিকেও ভালবাসি। সে কারণে যে দেশেরই জাতীয় সঙ্গীতা বাজুক না কেন মনের মধ্যে অন্য ধরনের একটি অনুভূতি হয়। আমি সবসময় দুটোতেই কণ্ঠ মিলিয়েছি।'

ব্যাটিং বিপর্যয়ের কোনও

ব্যাখ্যা নেই বাবরের কাছে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শুরুটা ভাল করেও ধরাশায়ী। তাও আবার এমন একটা উইকেটে যেখান থেকে খুব বেশি সহায়তা পায়নি বোলাররা। চলমান বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ৩৬ রানে ৮ উইকেট হারায় পাকিস্তান। কিন্তু কেন এমন হল? এর কোনও সঠিক ব্যাখ্যা নেই দলটিত অধিনায়ক বাবর আজমের কাছে। মিডল অর্ডারের ব্যর্থতায় যে ম্যাচ হাত থেকে বেরিয়ে গেছে সেটা বোঝার জন্য ক্রিকেট পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই। কিন্তু কেন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল পাকিস্তানের ইনিংস? তার কোনও সঠিক উত্তর নেই অধিনায়কের কাছেও। তিনি শুধু জানান, স্বাভাবিক ক্রিকেট খেলাই লক্ষ্য ছিল তাদের। ২৮০-২৯০ রানের টার্গেট সেট করে এগুচ্ছিলেন। কিন্তু মিডল অর্ডারে বিপর্যয়ের জন্য ম্যাচ হাতছাড়া হয়। বাবর বলেন, আমরা ভাল শুরু করেছিলাম। পার্টনারশিপও তৈরি হয়েছিল। আমরা নিজেদের স্বাভাবিক খেলাই খেলতে চেয়েছিলাম। পার্টনারশিপ গড়াই লক্ষ্য ছিল। হঠাৎ ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটে। আমরা শেষটা ভাল করতে পারিনি। এটা আমাদের জন্য ভাল না। আমরা যেভাবে শুরু করেছিলাম, আমাদের লক্ষ্য ছিল ২৮০-২৯০ রান। কিন্তু মাঝে পরপর উইকেট হারানোর খেসারত দিতে হল। বড় রান তুলতে পারিনি।

বল হাতেও যে তারা আহামরি পারফর্ম করতে পারেননি, সেটাও মেনে নেন বাবর। পাশাপাশি প্রশংসা করেন রোহিত শর্মার। বাবর বলেন, নতুন বলেও আমরা শুরুটা ভাল করতে পারিনি। রোহিত অসাধারণ ইনিংস খেলেছে। আমরা উইকেট নেওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু হয়নি। প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের পরের ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে।

পাকিস্তানের অভিযোগ নিয়ে

কী বললেন আইসিসি প্রধান?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের চলতি আসর নিয়ে চলছে তর্ক-বিতর্কের ঝড়। দর্শকখরা আর পিচের মান নিয়ে আলোচনা হচেছ হরহামেশাই। বিশ্বকাপের ১১দিন পার হলেও এখন পর্যন্ত দর্শক বিবেচনায় বৈশ্বিক আসরটি জমে উঠেনি। স্বাগতিক ভারতের ম্যাচ ব্যতীত প্রায় সব ম্যাচেই খালি গ্যালারি চোখে পড়েছে। আবার ভারতের ম্যাচে পিচের প্রকৃতি নিয়েও আছে বিস্তর অভিযোগ। আহমেদাবাদে ভারত পাকিস্তান ম্যাচে অবশ্য এসেছিলেন ১ লাখ ৩২ হাজার দর্শক। এদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন ভারতীয়। ভিসা জটিলতায় আসা হয়নি পাকিস্তান সমর্থকদের। এই নিয়ে কড়া অভিযোগ করেছিলেন পাকিস্তানের টিম ডিরেক্টর মিকি আর্থার। আহমেদাবাদের আবহ দেখে তার কাছে নাকি মনে হয়েছে, এটা আইসিসি নয়, বরং বিসিসিআইয়ের কোনো ইভেন্ট। গতকাল ভারতের মুম্বাইয়ে সাংবাদিকদের সামনে এসেছিলেন আইসিসি প্রধান গ্রেগ বার্কলে। সেখানে আসে আর্থারের মন্তব্যের প্রসঙ্গও। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমাদের প্রতিটি ইভেন্ট নিয়েই বিভিন্ন মহল থেকে সব সময়ই সমালোচনা হয়। এসব নিয়েই আমরা এগিয়ে যাব এবং আরও ভালো করার চেষ্টা করব।'

বিশ্বকাপে দর্শকুখরা নিয়ে বার্কলের খুব একটা উদ্বেগ নেই। তার মতে, এখনও বিশ্বকাপ কেবল 'শুরু' হয়েছে, 'ইভেন্টটা কেবল শুরু হয়েছে। দেখা যাক, পুরো টুর্নামেন্টটা কেমন হয়। টুর্নামেন্ট শেষে আমরা পর্যালোচনা করব, দেখব বিশ্বকাপগুলো আর ক্রিকেটের অন্যান্য সুবিধার উন্নতি কীভাবে করা যায়।'

শেষে বার্কলে সফল একটি বিশ্বকাপের প্রত্যাশার কথাই ব্যক্ত করেছেন, 'আমার বিশ্বাস যে এটা অসাধারণ এক বিশ্বকাপ হবে।'

বিশ্বকাপ ধামাকা

কোহলির সেঞ্চুরিতে

ভারতের সহজ জয়, হ্যাটট্রিক হার টাইগারদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে ভারতের কাছে ৭ উইকেট হেরেছে বাংলাদেশ। এর ফলে প্রথম ম্যাচে জয় পেলেও টানা তিন ম্যাচ পরাজয়ের স্বাদ পেল বাংলাদেশ। এতে ভারতের কাছে বড় হারে সেমির স্বপ্ন থেকে আরো দূরে সড়ে গেল বাংলাদেশ।

বৃহস্পতিবার পুনেতে ভারতের বিপক্ষে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ওভার শেষে ৮ উইকেটে ২৫৬ রান তুলতে সক্ষম হয় বাংলাদেশ।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৪১.৩ ওভার শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় ভারত। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ১০৩ রান করে অপরাজিত থাকেন বিরাট কোহলি।

বিশ্বের শীর্ষ ধনী

ফুটবলার রোনালদো

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বখ্যাত ম্যাগাজিন ফোর্বসের তথ্যানুসারে ২০২৩ সালে সর্বাধিক অর্থ উপার্জনকারী ফুটবলার হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। আয়ের তালিকায় তিনি পেছনে ফেলেছেন বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা দলের অধিনায়ক লিওনেল মেসি ও ব্রাজিলের নেইমারকে।

শুধু ফুটবলার হিসেবে নয়, ক্রীড়াঙ্গনে সর্বাধিক আয় করা খেলোয়াড়ও রোনালদো। ২০২৩ সালে তার আয়ের পরিমাণ ২৬০ মিলিয়ন ডলার। গত জানুয়ারিতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে রোনালদো সৌদি ক্লাব আল নাসরে যোগ দেন। ক্লাব থেকে তার আয়ের পরিমাণ ২০০ মিলিয়ন ডলার। আর নাইকি, জ্যাকব অ্যান্ড কোং-সহ অন্য বিজ্ঞাপন সংস্থা থেকে আয়ের পরিমাণ ৬০ মিলিয়ন ডলার।

এই তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি। গত জুনে ইউরোপ ছেড়ে আমেরিকান ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে নাম লেখানো এই মহাতারকার বার্ষিক আয় ১৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফ্লোরিডার ক্লাবটিতে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তি খাতের জায়ান্ট অ্যাপল থেকে বড় অঙ্কের অর্থলাভের দ্বরজা খুলে গেছে এলএমটেনের।

তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন সৌদি ক্লাব আল হিলালে খেলা নেইমার। তাঁর আয়ের পরিমাণ ১১২ মিলিয়ন ডলার। শুধু রোনাল্ডো ও নেইমার নয়, সেরা দশে সৌদি ক্লাবে খেলা করিম বেনজেমা ও সাদিও মানে স্থান করে নিয়েছেন। ১০৬ মিলিয়ন ডলার নিয়ে বেনজেমা পঞ্চম ও সাদিও মানে রয়েছেন সপ্তম স্থানে। মানের আয়ের পরিমাণ ৫২ মিলিয়ন ডলার।

এরপর আয়ের দিক থেকে তালিকার চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে রয়েছেন যথাক্রমে দুই ফরাসি ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপে (১১০ মিলিয়ন) ও করিম বেনজেমা (১০৬ মিলিয়ন)। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ থেকে সর্বোচ্চ উপার্জনকারী খেলোয়াড় ম্যানচেস্টার সিটির নরওয়েজিয়ান তারকা আর্লিং হালান্ড (৫৮ মিলিয়ন)।

ফোর্বসের তালিকায় শীর্ষ দশ:

১. ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো (২৬০ মিলিয়ন)
২. লিওনেল মেসি (২০০ মিলিয়ন)
৩. নেইমার জুনিয়র (১১২ মিলিয়ন)
৪. কিলিয়ান এমবাপে (১১০ মিলিয়ন)
৫. করিম বেনজেমা (১০৬ মিলিয়ন)
৬. আর্লিং হালান্ড (৫৮ মিলিয়ন)
৭. মোহামেদ সালাহ (৫৩ মিলিয়ন)
৮. সাদিও মানে (৫২ মিলিয়ন)
৯. কেভিন ডি ব্রুইনা (৩৯ মিলিয়ন)
১০. হ্যারি কেইন (৩৬ মিলিয়ন)

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR